বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

ইস্যু বেইজড অডিট রিপোর্ট

৭টি প্রকল্প হতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর ইস্যু বেইজড অডিট রিপোর্ট

(প্রথম খণ্ড)

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২
৫.	অডিটের পটভূমি	৩-৫
৬.	অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ	৫
৭.	অডিটের সুপারিশ	৫-৬
৮.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
৯.	অডিট আপত্তির বিস্তারিত বিবরণ	৭-২৮

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ---০২/০৫/১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
১৭/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের পত্র নং- সিএজি/অডিট/এলইডি/৩২৪(০৭)/ খন্ড-০১/১৬৭৮ তারিখঃ ৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনা অনুযায়ী এই কার্যালয়ের পত্র নং- ৩৮৩/ ফাপাড/সে-১/ পিইডিপি-২/ আইডিএ-এডিবি- অন্যান্য/২০১০-২০১১/১৪৩৬ তারিখঃ ০২-১১-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন করার জন্য অডিট দল গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে পত্র নং- সিএজি/অডিট/এলইডি/৩২৪(০৭)/খন্ড-০৩/১৭৮৪, তারিখঃ ৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৪-২০১৩খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর ইস্যুবেইজড অডিট করা হয়। অডিট রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দু-খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

তারিখ- ১৩/০৪/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৮/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ এবং অডিটের পটভূমি)

অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত অর্থ (টাকা)
০১	৭টি প্রকল্প হতে প্রফেশনাল ফি বাবদ গৃহীত এবং ব্যাংক সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	-
০২	অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত অনিয়মিতভাবে প্রফেশনাল ফি হতে তিনটি মোটরযান ক্রয় করা হয়েছে।	১১.৬০ কোটি
০৩	প্রফেশনাল ফি এর অর্থের দ্বারা অফিস ভবন নির্মাণ, প্যাসেঞ্জার লিফট ক্রয় এবং জেনারেটর স্থাপন বাবদ অনিয়মিত ভাবে ব্যয় ।	১০.৩১ কোটি
০৪	প্রফেশনাল ফি হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে হাইওয়ে স্টেশন নির্মাণ বাবদ এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতিকে অনিয়মিত ভাবে প্রদান ।	১.৩৫কোটি
০৫	অননুমোদিত জনবলের বেতন-ভাতা বাবদ প্রফেশনাল ফি হতে পরিশোধ।	৪৮.১০ কোটি
০৬	গাড়ী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় বাবদ গাড়ী মেরামতকারীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট গাড়ী চালকের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।	২৫.৮৮ লক্ষ
০৭	প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখে প্রকল্পের স্কুল ভবনের মাটি পরীক্ষা এবং প্রকল্পের আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে স্থানান্তর পূর্বক সমাপনী জের শুন্য দেখানো হয়েছে।	২.৬৫ কোটি
০৮	পরামর্শক এবং ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর এবং ভ্যাট কম কর্তন করায় সরকারের ক্ষতি।	৪৮.৮৫লক্ষ
	সর্বমোট =	৭৪.৭৬ কোটি

অডিটের পটভূমি

১) **ভূমিকাঃ** এলজিইডি, পিডব্লিওডি, আরএইচডি, বিডব্লিউডিবি, এমইএস এবং ডিপিএইচই বাংলাদেশের সরকারের বৃহত্তর প্রকৌশল সংস্থা। বাংলাদেশের সরকারের এ সকল প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সড়ক, হাইওয়ে, ভবন, বাঁধ নির্মাণ এবং স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত। সিপিডব্লিউ একাউন্ট কোড এবং এমইএস রেগুলেশনের প্রাধিকারবলে পিডব্লিউডি এবং এমইএস দীর্ঘদিন যাবৎ আধাসরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ডিপোজিট ওয়ার্ক (পূর্ত কাজ) সম্পাদনের বিনিময়ে ডিপার্টমেন্টাল চার্জ গ্রহণ করে আসছে। এলজিইডিও দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং নির্বাচন কমিশনের ১টি প্রকল্প সহ ৭টি প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন করে প্রফেশনাল ফি গ্রহণ করে আসছে।

বিগত ৩০/০৬/২০১১খ্রিঃ তারিখে এলজিইডি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিইডিপি-২ প্রোগ্রামের আওতায় সারাদেশব্যাপী অনুরুপ পূর্ত কাজ সম্পন্ন করে। মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত এ সকল পূর্ত কাজ এবং স্কুলসমূহে সরবরাহকৃত আসবাবপত্রের গুনগত মান সম্পর্কে আইএমইডি রিপোর্টে এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। বিশেষ করে প্রফেশনাল ফি এর ব্যবহার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের নজরে আসে এবং এ বিষয়ে তাদের ক্ষমতার আওতায় তদন্ত কাজ শুরু করে। একই সময়ে দুদক, মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কে বিষয়টির উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। স্বভাবতঃই বিষয়টি বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সি এন্ড এ জি)মহোদয়ের নজরে আসে। ডিসেম্বর, ২০১২খিঃ হতে সিএন্ডএজি কার্যালয় এবং পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সহিত দীর্ঘ পত্রযোগাযোগ ও আলোচনার পর সি এন্ড এ জি কার্যালয়ের নির্দেশক্রমে প্রফেশনাল ফি এর প্রাপ্তি এবং ব্যবহারের উপর একটি ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে সিএন্ডএজি কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর এবং পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে সমন্বয়ে যৌথভাবে তিন সদস্যের একটি বিশেষ অডিট টীম গঠন করে ৭টি প্রকল্পের নিরীক্ষা করা হয়।

২০/০৭/৯৮ তারিখে একনেক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এলজিইডি কর্তৃক ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুষাঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করার প্রথা চালু রাখা যেতে পারে। সার্ভিস চার্জ হতে সাধারণভাবে নতুন কোন জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যাবে না। যদি সার্ভিস চার্জ হতে এ ধরনের নিয়োগ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় আবশ্যক, বিবেচিত হয় তবে ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপিপিতে সার্ভিস চার্জ বিস্তারিত বিভাজন করিয়া ইহার জন্য সুস্পষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।
একনেক সভার সুপারিশের আলোকে উক্ত অর্থ ব্যয় প্রক্রিয়া ও অডিট সংক্রান্ত নীতিমালা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে নিয়মিত করা প্রয়োজন ছিল। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সরকারি আদেশ জারির পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমুহের ডিপিপি প্রফেশনাল ফি এর প্রেক্ষিতে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সুপারভিশন কাজে আইটেম ভিত্তিক প্রাক্কলনসহ বিস্তারিত বিভাজন দেখিয়ে সংশোধন করা উচিৎ ছিল।

কিন্তু এলজিইডি কর্তৃপক্ষ একনেক সভার কার্যবিবরণী জারির প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রফেশনাল ফি গ্রহণ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারী করার বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি। একনেক সভার কার্যবিবরণীতে বর্নিত সুপারিশের আলোকেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্প সমুহের ডিপিপিতে ২% প্রফেশনাল ফি এর প্রভিশন রাখা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এলজিইডি কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকল্পভিত্তিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সুপারভিশন কাজে আইটেম ভিত্তিক প্রাক্কলণ সহ প্রফেশনাল ফি ব্যবহারের বিস্তারিত বিভাজন দেখানো হয়নি। জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল (জিএফআর) বিধি-২১(৫) অনুযায়ী "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত অনিশ্চিত কিংবা অসীম দায়যুক্ত অথবা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন শর্তযুক্ত চুক্তি সম্পাদন করা যাবেনা"।

বর্ণিত চুক্তিপত্রের প্রাধিকারবলে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্প সমুহ হতে ২০০৪খ্রিঃ থেকে একটি বড় অংকের প্রফেশনাল ফি গ্রহন করেন।

৭টি প্রকল্প হতে পূর্ত কাজ সম্পাদনের উপর ২% হারে জুন, ২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের শুরু এবং সমাপ্তি	গৃহিত প্রফেশনাল ফি এর পরিমাণ	মোট তহবিল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৬	৭
১	পিইডিপি-২	২০০৪-০৫ হতে ২০১০-১১	৬৯,৮৫,০৭,২৯৯.০০	৬৯,৮৫,০৭,২৯৯.০০	৩০/১২/২০১১ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য
	ব্যাংক সুদ প্রাপ্ত	-	১,৩৬,৮০,৫০৪.০০	১,৩৬,৮০,৫০৪.০০	-
২	পিইডিপি-৩	২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬	১৫,৭৪,৮৮,০০০.০০	১৫,৭৪,৮৮,০০০.০০	৩০/৬/২০১৩ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য
	ব্যাংক সুদ প্রাপ্ত	-	৫২,২৮৫.০০	৫২,২৮৫.০০	-
৩	সিএসএসডি (সার্ভার ষ্টেশন নির্মাণ প্রকল্প)	১১/২০০৮ হতে ৬/২০১৪	২,০৩,৩০,০০০.০০	২,০৩,৩০,০০০.০০	৩০/৬/২০১৩ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য
৪	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৭/২০০৬ হতে ৬/২০১৫	১৯,৪৭,০৯,০০০.০০	১৯,৪৭,০৯,০০০.০০	৩০/৬/২০১৩ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য
	ব্যাংক সুদ প্রাপ্ত	-	৮,১৫,৪১৮.০০	৮,১৫,৪১৮.০০	-
৫	রেজিষ্টার্ড বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৭/২০০৬ হতে ৬/২০১৩	১৩,৮১,৪৭,৯০০.০০	১৩,৮১,৪৭,৯০০.০০	৩০/৬/২০১৩ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য
	ব্যাংক সুদ প্রাপ্ত	-	৯,৬৯,৬৬৮.০০	৯,৬৯,৬৬৮.০০	-
৬	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলায় পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	১/২০১১ হতে ১২/২০১৫	১,১৯,৪৩,৫৮৫.০০	১,১৯,৪৩,৫৮৫.০০	৩০/৬/২০১৩ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য
	ব্যাংক সুদ প্রাপ্ত		৫৩,৩৩০.০০	৫৩,৩৩০.০০	
৭	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় শীর্ষক প্রকল্প	৭/২০১০ হতে ৬/২০১৫	৩,৮০,১০,০০০.০০	৩,৮০,১০,০০০.০০	৩০/৬/২০১৩ তারিখের প্রাপ্ত তথ্য
	প্রফেশনাল ফি এবং ব্যাংক সুদ সহ		সর্বমোটঃ	১২৭,৪৬,৫৩,৫০৯.০০	

২। অডিট দলঃ

(১) জনাব মোঃ খাদেমুল করিম ইকবাল, উপ পরিচালক, দল প্রধান বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ রায়হান উদ্দিন, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা , দল সদস্য, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

(৩) জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ভূঁইয়া, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা , দল সদস্য, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

৩। অডিটের পরিধিঃ

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অব অডিটিং (ISA) এবং ইন্টারন্যাশনাল অরগানাইজেশন অব সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউশন(INTOSAI)/এসএআই অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত প্রক্রিয়া এবং দাতা সংস্থার গাইডলাইন অনুসরণক্রমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিপূর্ণ অডিট সম্পন্ন করার স্বার্থে হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচের প্রক্রিয়া অডিটের আওতাভুক্ত করা হয়। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে দেখা যায় গৃহীত প্রফেশনাল ফি হতে জুন, ২০১৩খ্রিঃ পর্যন্ত প্রধান প্রকৌশলীর অফিসসহ তাঁর আওতাধীন সারা বাংলাদেশে সর্বমোট ১১,৬৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ৬টি প্রকল্প এবং নির্বাচন কমিশনের ১টি প্রকল্প হতে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর প্রাপ্তি এবং ব্যবহারের উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি এবং জবাবদিহীতার উপর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সদর দপ্তর, এলজিইডি এর সহিত ২৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আলোচনা করা হয়।

অডিট মতামত গুলো তহবিল প্রাপ্তি এবং প্রধান প্রকৌশলীর ও তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের আওতায় সম্পন্ন ব্যয়ের ভিত্তিতে উত্থাপন করা হয় ।

৪। সার্বিক মতামতঃ

আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, জনবল কাঠামো,যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য অননুমোদিত ব্যয়ঃ

প্রফেশনাল ফি তহবিল প্রাপ্তির প্রক্রিয়াঃ এলজিইডি কর্তৃক সম্পাদিত পূর্ত কাজের ভিত্তিতে ২% হারে দাবীকৃত বিলের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক, প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অথরাইজেশন লেটার জারি করেন। উক্ত অথরাইজেশনের ভিত্তিতে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা,এলজিইডির অনুকূলে চেক ইস্যু করেন যাহা পিইডিপি-২ এর প্রফেশনাল ফি এর ক্ষেত্রে এলজিইডির ব্যাংক হিসাব নম্বর-এসএনডি-০৩১৪৩৬০০০৫১৯, পিইডিপি-৩ এর ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব নম্বর-এসএনডি-০৩১৪৩৬০০০৯৮৯, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব নম্বর-এসএনডি-০৩১৪৩৬০০০৭৩৩, রেজিষ্টার্ড বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব নম্বর-এসএনডি-০৩১৪৩৬০০০৭২৫, বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় শীর্ষক প্রকল্প এর ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব নম্বর-এসএনডি-০৩১৪৩৬০০১০৩৮, পিটিআই বিহীন ১২টি জেলায় পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প এর ক্ষেত্রে ব্যাংক হিসাব নম্বর-এসএনডি-০৩১৪৩৬০০১০২১, জনতা ব্যাংক লিঃ, শেরে বাংলানগর শাখা, ঢাকা এবং সিএসএসডি (সার্ভার ষ্টেশন নির্মান প্রকল্প) এর ক্ষেত্রে এলজিইডি'র ব্যাংক হিসাব নম্বর-এসএনডি-৩৬০০০৩২৭,সোনালী ব্যাংক, আগারগাঁও শাখা, ঢাকায় ক্রেডিট করা হয়। পরবর্তীতে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে ঠিকাদার, সরবরাহকারীর অনুকূলে চেক ইস্যু করা হয়। অনুরূপভাবে সদর দপ্তরে কর্মরত প্রকল্পের এলজিইডি কম্পোনেন্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের, পরামর্শকদের ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে বেতন-ভাতার, সম্মানীর এডভাইস ইস্যু করা হয়, এ ছাড়া সারাদেশ ব্যাপী প্রকল্পের এলজিইডি কম্পোনেন্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতার এবং প্রকল্পের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে এডভাইস ইস্যু করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপিতে এলজিইডি কম্পোনেন্টের আওতায় প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে জনবলের কোন সংস্থান রাখা হয়নি । তা সত্বেও একনেক সভার সুপারিশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রফেশনাল ফি হতে প্রায় ৪৮.০০কোটি টাকা পিইডিপি-২ এবং পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৪০০ (চার শত) এর অধিক অননুমোদিত জনবলের বেতন ভাতা প্রদান বাবদ ব্যয় করা হয়। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের পূর্তকাজ বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কোন যন্ত্রপাতি/গাড়ীর টি ও এন্ড ই (টেবিল অব অর্গানোগ্রাম এন্ড ইকুইপমেন্ট) নির্ধারণ করা হয়নি। কিন্তু পিইডিপি-২ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রফেশনাল ফি হতে ১১.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ (তিন) টি বিলাসবহুল গাড়ী এলজিইডির কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য ক্রয় করেন। অনুরূপভাবে একনেক সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সুপারিশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রকল্পের ডিপিপিতে এলজিইডি কম্পোনেন্টের আওতায় প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কোন প্রভিশন না রেখে প্রায় ৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ল্যাপটপ, ফ্যাক্স মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার, জেনারেটর, প্যাসেঞ্জার লিফট ক্রয় করা হয়েছে। যন্ত্রপাতির জন্য বাৎসরিক ইনভেন্টরি রিপোর্ট বা বাৎসরিক পরিদর্শণ রিপোর্ট প্রনয়ণ করা হয়নি। একনেক সভার কার্যবিবরণীতে প্রফেশনাল ফি হতে এলজিইডির অফিস ভবন নির্মাণ, আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং এলকেএসএস (এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি) এর মালিকানাধীন হাইওয়ে ষ্টেশন নির্মাণের কোন সুপারিশ ছিল না। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ছাড়াই প্রফেশনাল ফি হতে প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা অফিস ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে অফিসারদের আবাসিক ভবন নির্মাণ/উন্নয়ন, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে এর পার্শ্বে কুমিল্লা জেলাধীন চৌদ্দগ্রাম উপজেলা এলাকায় "কাশিপুর বাজার উন্নয়ন প্রকল্প" নামে এলকেএসএস এর মালিকানাধীণ হাইওয়ে ষ্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

৫। অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান এবং একনেক সভার সুপারিশ লংঘন।

গাড়ীসমূহের মেরামত, সংরক্ষণ, জ্বালানী ব্যবহারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে এবং অন্যান্য ক্রয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ঘাটতি। ফলশ্রুতিতে কর্মসূচী/প্রকল্প বাস্তবায়ণে অনিয়ম ঘটেছে।

৬। অডিটের সুপারিশ

সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান এবং একনেক সভার সুপারিশ অনুসরণ করতে হবে ।

একনেক সভার কার্যবিবরণী জারির পর সভার সুপারিশের আলোকে অর্থ মন্ত্রনালয় হতে সরকারি আদেশ জারি তথা প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় হতে এলজিইডি কর্তৃক অন্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তাবায়ন, মনিটরিং এবং সুপারভিশন কাজে অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রফেশনাল ফি গ্রহণ সংক্রান্ত তহবিল বরাদ্দের মঞ্জুরীপত্র গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সরকারি আদেশ জারির পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমুহের ডিপিপি প্রফেশনাল ফি এর প্রেক্ষিতে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং সুপারভিশন কাজে আইটেম ভিত্তিক প্রাক্কলণসহ বিস্তারিত বিভাজন দেখিয়ে সংশোধন (রিভাইজ) করা উচিৎ।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সহিত ২% প্রফেশনাল ফি প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পভিত্তিক স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল (জিএফআর) বিধি-২১(৫) এর লংঘন। উক্ত বিধি অনুযায়ী "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত অনিশ্চিত কিংবা অসীম দায়যুক্ত অথবা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন শর্তযুক্ত চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না"।

আবশ্যক আইটেম (জনবল নিয়োগ, পরামর্শক নিয়োগ, গাড়ী, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ল্যাপটপ, ফ্যাক্স মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার, জেনারেটর, প্যাসেন্জার লিফট, গাড়ীসমূহের মেরামত, সংরক্ষণ, জ্বালানী ব্যবহার, আনুষাংগিক আইটেম) ভিত্তিক প্রাক্কলণ/বাজেট সহ আরডিপিপি তে সংস্থান করতে হবে। এ ছাড়া বাৎসরিক প্রকল্প পরিচালনা পরিকল্পনা, বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের সর্বাধিক সফলতা/সেবা অর্জনের জন্য প্রকল্প কার্যক্রমের নিয়মিত নিবিড় পরিবীক্ষন, পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।

গাড়ীসমূহের মেরামত, সংরক্ষণ, জ্বালানী ব্যবহারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে এবং অন্যান্য ক্রয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রনে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

অডিট আপত্তিসমূহের সুপারিশ মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূতাপেক্ষিক অনুমোদন গ্রহণ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুঃ-০১ঃ

শিরোনামঃ ৭টি প্রকল্প হতে প্রফেশনাল ফি বাবদ গৃহীত এবং ব্যাংক সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, বিল/ভাউচার, ব্যাংক বিবরণী এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক বিগত ২০০৪ হতে ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ হতে প্রফেশনাল ফি এবং ব্যাংক সুদ বাবদ ১২৭,৪৬,৫৩,৫০৯.০০ টাকা গ্রহণ করা হয়।

এলজিইডি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তর সরকারি প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান দায়িত্ব পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন।

সুতরাং যুক্তিসংগত কারণেই এলজিইডি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা ছাড়া অন্যান্য সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন বাবদ কোন প্রফেশনাল ফি গ্রহণ করতে পারে না।

২০/০৭/১৯৯৮ তারিখে একনেক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এলজিইডি কর্তৃক ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করার প্রথা চালু রাখা যেতে পারে। সার্ভিস চার্জ হতে সাধারণভাবে নতুন কোন জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যাবে না। যদি সার্ভিস চার্জ হতে এ ধরণের নিয়োগ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপিপিতে সার্ভিস চার্জ বিস্তারিত বিভাজন করে সুস্পষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।

একনেক এর সভায় গৃহীত শর্তযুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে এলজিইডি উক্ত প্রফেশনাল ফি গ্রহণ করে। কিন্তু সরকারি প্রকল্প হতে সরাসরি প্রফেশনাল ফি গ্রহণপূর্বক এভাবে খরচ করা যায় না। একনেক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদেশ জারি পূর্বক উক্ত ফি গ্রহণ করা উচিত ছিল। প্রফেশনাল ফি সংক্রান্ত এলজিইডি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি জিএফআর বিধি-২১(৫) এর পরিপন্থী । উক্ত বিধি অনুযায়ী "উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত অনিশ্চিত কিংবা অসীম দায়যুক্ত অথবা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোন শর্তযুক্ত চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না"।

আর্থিক বিধান অনুসারে এলজিইডি প্রফেশনাল ফি সরকারি কোষাগারে জমাদানপূর্বক আইটেম ভিত্তিক ডিপিপির প্রভিশন তৈরি করে প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় করা অথবা এ বাবদ প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দের জন্য বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা আবশ্যক ছিল। এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত প্রফেশনাল ফি সরকারি রাজস্ব। সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এলজিইডির কোন রিসিপ্ট খাত নেই। কাজেই প্রফেশনাল ফি এর অর্থ খরচের জন্য ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ করার কোন এখতিয়ার নেই।

বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১।

অনিয়মের কারণঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল-৮৪ (১) ও ৮৫ এবং ট্রেজারী রুল ভলি-১ বিধি-৭ (১) মোতাবেক সরকারের পক্ষে গৃহীত যে কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য । এছাড়া এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-৪৬.০৬৮.০০৯.০০.০০.০০৮.২০১১-৭৩৬, তারিখ-৯/৮/২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক সার্ভিস চার্জের সমুদয় অর্থ একটি হিসাব কোডে জমা দিতে হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হয়েছে।

৩—

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

এলজিইডি কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবানের আনুষাংগিক ব্যয়ের জন্য ২% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদানের বিষয়টি গত ২০/৭/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় যৌক্তিক মর্মে অনুমোদিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি প্রকল্পের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত ডিপিপিতে ২% হারে সার্ভিস চার্জের সংস্থান থাকায় এলজিইডি কর্তৃক পূর্ত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবানের জন্য উল্লিখিত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এতে এলজিইডির নিজস্ব কোন লাভ হয়নি। তাছাড়া তা সরকারি হিসাবে জমা দেয়ার জন্য একনেকের কোন নির্দেশনা নেই।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

জবাব গ্রহন যোগ্য নয়। একনেক সভার সুপারিশের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহীত ২% সার্ভিস চার্জের বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রনয়ণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করায় সরকারের পক্ষে গৃহীত সমুদয়ে অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয় । মন্তব্য অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করার পর ১-০৯-২০১৫ তারিখে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়। যা ৩১-১২-২০১৪ তারিখের জবাবের অনুরূপ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রফেশনাল ফি এর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান, অনিয়মিত ব্যয়ের বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে সরকারি বিধি অনুসরণ নিশ্চিত করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ-০২ঃ

শিরোনামঃ অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত অনিয়মিতভাবে প্রফেশনাল ফি হতে ১১.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি মোটরযান ক্রয় করা হয়েছে।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, বিল/ভাউচার, ব্যাংক ষ্ট্যাটমেন্ট এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক বিগত ২০০৫ খ্রিঃ হতে ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে পিইডিপি-২ হতে প্রফেশনাল ফি বাবদ মোট ৭১,২১,৮৭,৮০৩.০০ টাকা (প্রফেশনাল ফি-৬৯,৮৫,০৭,২৯৯.০০+ অর্জিত ব্যাংক সুদ-১,৩৬,৮০,৫০৪.০০) গ্রহণ করা হয় ।

পিইডিপি-২ প্রকল্প ৩০-০৬-২০১১ তারিখে সমাপ্তির পর ডিসেম্বর/২০১১ শেষে অব্যয়িত ১৩,৭৫,৪১,৯৯২.০০ টাকা জনতা ব্যাংক,শের-ই-বাংলা নগর শাখা, ঢাকা এর হিসাব এসএনডি ০৩১৪৩৬০০০৫১৯ হতে একই শাখার হিসাব এসটিডি নং-৩৬০০০৯৪৮ এ স্থানান্তর করা হয়। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২(ক)।**

প্রকল্প সমাপ্তির ৭ মাস পর ৫-৪-২০১২ তারিখে ১১,৬০,০৭,১৬৮.০০ টাকা ব্যয়ে নাভানা লিঃ, ঢাকা হতে তিনটি বিলাসবহুল LWD Cross Country Vehicle ক্রয় করা হয় এবং অবশিষ্ট ২,১৫,৩৪,৮২৪.০০ টাকার (১৩,৭৫,৪১,৯৯২.০০-১১,৬০,০৭,১৬৮,০০) কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২(খ)।**

২০/৭/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত (যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুসমর্থিত নয়) মোতাবেক প্রফেশনাল ফি এর অর্থ আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় করা যাবে। তবে জনবল নিয়োগ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আবশ্যকতা বিবেচিত হলে ডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে আইটেম ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন দেখিয়ে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন করা যাবে। গাড়ী তিনটি ক্রয় ডিপিপি তে অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই অনিয়মিত ভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

প্রফেশনাল ফি এর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিধান পরিপালন করেননি বরং উক্ত অব্যয়িত অর্থ অন্য ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে ধরে রেখেছেন এবং ৫/৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে উচ্চ মূল্যের বিলাসবহুল তিনটি গাড়ী ক্রয় করেছেন। কিন্তু গাড়ীগুলো প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়নি, কেননা ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। **অর্গানোগ্রাম (TOE)বহির্ভূত গাড়ী ক্রয় করে সরকারের অর্থের অপচয় করা হয়েছে।**

অনিয়মের কারণঃ

প্রফেশনাল ফি হতে গাড়ী ক্রয়ের প্রভিশন নেই, প্রকল্পের ডিপিপিতে এ খাতে গাড়ী ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়নি এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে, যা প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী'র আওতায় দেশব্যাপী বিস্তৃত বিশাল কর্মকান্ড নিবিড় তদারকির মাধ্যমে গুণগত মান বজায় রেখে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের জন্য উক্ত কর্মসূচীর সার্ভিস চার্জের অর্থ দ্বারা ১০(দশ) টি সুপারভিশন ভেহিকল ডাবল কেবিন পিক-আপ ও ৩ (তিন) টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য গত ১৭/৭/২০১১খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গত ০৯/০৮/২০১১ খ্রিঃ তারিখে বর্ণিত যানবাহন ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। যাবতীয় বিধি বিধান ও প্রক্রিয়াসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালানে করে ৩ (তিন)টি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকল্প কার্যক্রম সুপারভিশন করার জন্য গাড়ীগুলো ক্রয় করা হয়নি। সারা বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম সারাক্ষণ নিবিড় তদারকির জন্য এরূপ বিলাসবহুল উচ্চ মুল্যের গাড়ী প্রযোজ্য নয়।

একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে গাড়ী/যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান করতে হবে।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয়। মন্তব্য অনুযায়ী জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করার পর ১-০৯-২০১৫ তারিখে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়। যা ৩১-১২-২০১৪ তারিখের জবাবের অনুরূপ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বিধি বহির্ভূত ভাবে প্রফেশনাল ফি এর অর্থ থেকে গাড়ী ক্রয়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং অবশিষ্ট ২,১৫,৩৪,৮২৪ টাকা অবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৩ঃ

শিরোনামঃ প্রফেশনাল ফি এর অর্থের দ্বারা অফিস ভবন নির্মাণ, প্যাসেঞ্জার লিফট ক্রয় এবং জেনারেটর স্থাপন বাবদ অনিয়মিত ভাবে ১০.৩১ কোটি টাকা ব্যয় ।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, চুক্তি নথি, বিল/ভাউচার, ব্যাংক বিবরণী এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক প্রফেশনাল ফি এর ৮,৪৯,৪২,৭৫০.০০ টাকা ব্যয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী,এলজিইডি, ঢাকা এর পুরাতন অফিস ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৭ম তলা-১০ম তলা) এবং এলজিইডি, চট্টগ্রাম পুরাতন অফিস ভবন আবাসিক ভবনে রূপান্তর, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এলজিইডি, ফরিদপুর এর বাস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১,৮১,৫৩,৮৬০.০০টাকা (প্যাসেঞ্জার লিফট ১,০২,১৩,৬৬০.০০ টাকা + জেনারেটর ৭৯,৪০,২০০.০০টাকা) ব্যয়ে এলজিইডির সদর দপ্তরে প্যাসেঞ্জার লিফট এবং জেনারেটর স্থাপন করায় মোট ১০,৩০,৯৬,৬১০.০০ (৮,৪৯,৪২,৭৫০.০০+১,৮১,৫৩,৮৬০.০০) টাকা ব্যয় করা হয়। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট- ৩ (ক) এবং ৩ (খ)**। ২০/০৭/৯৮ তারিখে একনেক সভায় সিদ্ধান্ত হয় (যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুসমর্থিত নয়)" এলজিইডি কর্তৃক ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুষাঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করার প্রথা চালু রাখা যেতে পারে। সার্ভিস চার্জ হইতে সাধারনভাবে নতুন কোন জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যাবে না। যদি সার্ভিস চার্জ হতে এ ধরনের নিয়োগ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপিপিতে সার্ভিস চার্জ বিস্তারিত বিভাজন করে এর জন্য সুস্পষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে"।

উক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নেয়া উচিত ছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা করেনি।

অনিয়মের কারণঃ

প্রফেশনাল ফি হতে অফিস ভবন নির্মাণ ,প্যাসেঞ্জার লিফট এবং জেনারেটর স্থাপন বিষয়ে কোন অনুমোদন ও সরকারের আর্থিক বিধান নেই। এলজিইডি কর্তৃপক্ষ ডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে আইটেম ভিত্তিক বিভাজন না করে অনিয়মিতভাবে বর্ণিত অফিস ভবন নির্মাণ করেন । আলোচ্য ব্যয় প্রকল্প মনিটরিং এবং সুপারভিশন কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়। একনেক সভার সিদ্ধান্ত বহির্ভূত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বিহীন এ ধরনের ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান ৬টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সদর দপ্তরে গঠিত বাস্তবায়ন, তদারকি ও মনিটরিং ইউনিটের প্রায় ২০০(দুই শত) জনবল কাজ করছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত উক্ত জনবলের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশে কাজ পরিচালনার জন্য এলজিইডি'র সদর দপ্তরে প্রায় ২০,০০০(বিশ হাজার) বর্গফুট জায়গার সংস্থান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র নিজস্ব ৮/১০টি প্রকল্পের জনবল নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা এর দপ্তরে স্থানান্তর করা প্রয়োজন হয়। সে প্রেক্ষিতে উক্ত অফিসের বিদ্যমান ভবনের ৭ম-১০ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে উক্ত ৮/১০টি প্রকল্পের জনবলের অফিসের জায়গার সংস্থান করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ২০,০০০ বর্গফুট জায়গা এলজিইডিতে সংস্থান না হলে বাড়ী ভাড়া নিয়ে অফিস পরিচালনায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হত। এক্ষেত্রে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়েছে।

চট্টগ্রাম এলজিইডি একটি আঞ্চলিক অফিস। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, তদারকি ও মনিটরিংয়ের দায়িত্ব সরাসরি উক্ত অফিসের উপর ন্যস্ত। বর্ণিত অফিসে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ ৯ (নয়) জন কর্মকর্তার আবাসনের ব্যবস্থার জন্য ৫ম তলা পুরাতন এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরকে সংস্কার করে আবাসিক ভবনে রূপান্তর করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে কর্মকর্তাগণ উৎসাহ পাচ্ছেন এবং একই সাথে বাসা বাবদ সরকারি রাজস্ব আয়ের সংস্থান হয়েছে।

এলজিইডি ভবনের বিদ্যমান লিফট অতি পুরাতন এবং পারফরমেন্স খারাপ হওয়ায় তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। সে কারণে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশাল কর্মকান্ডসহ এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল রাখার স্বার্থে উক্ত পুরাতন লিফট পরিবর্তন করে নতুন লিফট সংয়োজন করা হয়। তাছাড়া বৈদ্যুতিক বিভ্রাটের কারণে কাজে আরো গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে জেনারেটর স্থাপন করা হয়। এতে অর্থের কোন অপচয় হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা এর আরডিসি ভবন সহ অন্যান্য কার্যালয়ের ভবন নির্মাণ এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের প্যাসেঞ্জার লিফট এবং জেনারেটর স্থাপন করার বিষয়ে সংস্থান রাখা হয়নি।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ প্রফেশনাল ফি হতে বর্ণিত প্যাসেঞ্জার লিফট এবং জেনারেটর স্থাপন করার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন পূর্বানুমোদন নেয়নি।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয় । মন্তব্য অনুযায়ী জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করার পর ১-০৯-২০১৫ তারিখে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়। যা ৩১-১২-২০১৪ তারিখের জবাবের অনুরূপ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বিধি বহির্ভূত ভাবে প্রফেশনাল ফি হতে আলোচ্য অফিস ভবন নির্মাণ, লিফট এবং জেনারেটর সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূতাপেক্ষিক অনুমোদন গ্রহনপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৪ঃ

শিরোনামঃ প্রফেশনাল ফি হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে হাইওয়ে স্টেশন নির্মাণ বাবদ এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতিকে অনিয়মিত ভাবে ১.৩৫কোটি টাকা প্রদান ।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, চুক্তি নথি, বিল/ভাউচার, ব্যাংক বিবরণী এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক প্রফেশনাল ফি এর ১,০৫,০০,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডে হাইওয়ে স্টেশন (রেস্টুরেন্ট, জ্বালানী/সিএনজি ফিলিং স্টেশন, গাড়ী সার্ভিসিং সেন্টার), চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা (কাশিপুর বাজার উন্নয়ন কাজ নামে) নির্মাণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উক্ত স্টেশনে বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ বাবদ কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কে ৩০,৪৮,০৩১.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এতে সর্বমোট ১,৩৫,৪৮,০৩১ (১,০৫,০০,০০০+৩০,৪৮,০৩১.০০) টাকা ব্যয় হয়েছে।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ ডিপিপিতে প্রভিশন ছাড়াই এ কাজ সম্পন্ন করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের হাইওয়ে স্টেশনটি এল কে এস এস (এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি) এর মালিকনাধীন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি)-২ এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি)-৩ প্রোগ্রামের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা নেই।

সুতরাং প্রফেশনাল ফি হতে এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতির মালিকনাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের হাইওয়ে স্টেশন নির্মাণ এবং উক্ত স্টেশনে বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ বাবদ কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কে অর্থ প্রদান সরকারি ক্ষতি । বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৪ ।

অনিয়মের কারণঃ

২০/০৭/১৯৯৮ তারিখে একনেক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এলজিইডি কর্তৃক ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুষাঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২% হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করার প্রথা চালু রাখা যেতে পারে। সার্ভিস চার্জ হতে সাধারণভাবে নতুন কোন জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা যাবে না। যদি সার্ভিস চার্জ হতে এ ধরণের নিয়োগ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় আবশ্যক বিবেচিত হয় তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপিপিতে সার্ভিস চার্জ বিস্তারিত বিভাজন করে সুস্পষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে। ডিপিপি তে আলোচ্য ব্যয়ের প্রভিশন না করে এ ধরনের ব্যয়ের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিডওয়ে পয়েন্টে হাইওয়ে স্টেশন স্থাপন কাজে লোন হিসাবে এ অর্থ প্রদান করা হয়েছে । ২৯,৬০,০০০.০০ টাকা ফেরত আনা হয়েছে এবং সার্ভিস চার্জ এর ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক । ২৯,৬০,০০০.০০ টাকা ফেরতের ব্যাংক হিসাব এবং প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় উক্ত অর্থ অব্যয়িত হিসাবে ছিল। অডিট আপত্তি হওয়ার কারণে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত স্টেশনটি (এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি এর মালিকানাধীন। এলকেএসএস কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়। এলজিইডি অফিসারদের মালিকানাধীন একটি বেসরকারি সমবায় সমিতি। পিইডিপি-২ এবং পিইডিপি-৩ এর সহিত সম্পর্কযুক্ত নয়।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয় । মন্তব্য অনুযায়ী জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করার পর ১-০৯-২০১৫ তারিখে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়। জবাব সন্তোষজনক হয়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত অর্থ এলকেএসএস/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।

অনুঃ-৫ঃ

শিরোনামঃ অননুমোদিত জনবলের বেতন-ভাতা বাবদ প্রফেশনাল ফি হতে ৪৮.১০ কোটি টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, বিল/ভাউচার, ব্যাংক বিবরণী এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক বিগত ২০০৪ হতে ২০১৩ পর্যন্ত সময়কালে বর্ণিত প্রকল্পসমুহ হতে প্রফেশনাল ফি বাবদ ১২৭,৪৬,৫৩,৫০৯.০০ টাকা গ্রহণ করা হয় । আলোচ্য সাতটি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে এলজিইডি কর্তৃক মোট ব্যয়িত ১১৬,৬৬,৭৫,৮৫৩.০০ টাকা এর মধ্যে অননুমোদিত জনবলের (পিইডিপি-২ এবং পিইডিপি-৩ তে প্রেষণে নিয়োজিত এবং অন্যান্য সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলের) বেতন-ভাতা বাবদ প্রফেশনাল ফি হতে ৪৮,১০,২৫,৫৫৭.০০ টাকা (মোট খরচের ৪২.২৩%) পরিশোধ করা হয়েছে।

২০/৭/১৯৯৮ তারিখে একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত (যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুসমর্থিত নয়) মোতাবেক প্রফেশনাল ফি এর অর্থ সাধারনতঃ কন্টিজেন্সি খাতে ব্যয় করা যাবে। তবে জনবল নিয়োগ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের আবশ্যকতা বিবেচিত হলে ডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে আহটেম ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন দেখিয়ে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের ভিত্তিতে উহা বাস্তবায়ন করা যাবে।

এলজিইডি কর্তৃপক্ষ বর্ণিত প্রকল্পসমুহের ডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে ক্যাটাগরি/পদ ভিত্তিক জনবল নিয়োগের বিষয়ে কোন প্রভিশন এবং এমনকি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামোও তৈরি করা হয়নি।

উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল নিয়োগপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জনবলের চাকুরীর অবসান হবে। নতুন প্রকল্পে সম্পূর্ন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল কোনক্রমেই অন্য প্রকল্পে বদলীযোগ্য নয়। অথচ এক্ষেত্রে অনুমোদিত জনবল কাঠামো প্রণয়ন ব্যতীতই অন্যান্য সমাপ্ত প্রকল্পের শতাধিক জনবলকে কোন প্রকার নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং নিয়োগ পত্র ইস্যু ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে সরাসরি প্রফেশনাল ফি হতে ভৃতাপেক্ষ তারিখ থেকে কার্যকর দেখিয়ে বকেয়া সহ বেতন-ভাতা দেয়া হয়েছে।

ফলে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামাফিক প্রফেশনাল ফি হতে প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল কাঠামো ব্যতীত অননুমোদিত জনবলের বেতন-ভাতা বাবদ পরিশোধিত অর্থ সম্পূর্ন অনিয়মিত । **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট- ৫ - ৫/২১)।**

অনিয়মের কারণঃ

প্রকল্পের ডিপিপিতে সংস্থান না করে একনেক সভার সিদ্ধান্ত বহির্ভূত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বিহীন জনবল নিয়োগ ও বেতন ভাতাদি পরিশোধের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

কোন নতুন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব হতে নিয়োজিত জনবল ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। প্রত্যেক জনবলের বিপরীতে প্রদেয় ভাতার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে। সকল ব্যয়ই প্রকল্প সমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি অর্থের কোন অপচয় হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে এলজিইডি কম্পোনেন্ট এর জন্য জনবলের প্রভিশন রাখা হয়নি।

এমনকি একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামোও তৈরি করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামাফিক প্রফেশনাল ফি হতে প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল কাঠামো ব্যতিত অননুমোদিত জনবলের বেতন-ভাতা বাবদ পরিশোধিত অর্থ সম্পূর্ণ অনিয়মিত এবং প্রফেশনাল ফি অপচয় ব্যতীত কিছুই নয়।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয় । মন্তব্য অনুযায়ী জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করার পর ১-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়। যা ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের জবাবের অনুরূপ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অননুমোদিত জনবলের বেতন-ভাতা পরিশোধের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ এবং আরডিপিপিতে ২% প্রফেশনাল ফি এর বিপরীতে এলজিইডি কম্পোনেন্ট এর জন্য পদ ভিত্তিক প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামোর প্রভিশন তৈরি পূর্বক জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুঃ-০৬ঃ

শিরোনামঃ গাড়ী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় বাবদ ২৫.৮৮ লক্ষ টাকা গাড়ী মেরামতকারীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট গাড়ী চালকের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, বিল/ভাউচার, ব্যাংক বিবরণী এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক বিগত ২০০৪ হতে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ প্রফেশনাল ফি হতে ২৫,৮৮,৫০২.০০ টাকা গাড়ী মেরামতকারীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট গাড়ী চালকের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সুতরাং গাড়ী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ বাবদ বিলের অর্থ সংশ্লিষ্ট গাড়ীর চালকের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর বিধিসম্মত নয়। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৬)।**

অনিয়মের কারণঃ

প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে গাড়ী চালকের অনুকূলে অর্থ পরিশোধের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত গাড়ীসমূহের খুচরা মেরামত বিল সংশ্লিষ্ট গাড়ী চালক কর্তৃক ব্যয়িত যেহেতু গাড়ী চালকদের অগ্রিম দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণে গাড়ীর খুচরা মেরামত কাজের বিলসমূহ ব্যবহারকারীর সুপারিশের আলোকে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় যানবাহন শাখা কর্তৃক প্রত্যয়নের পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গাড়ী চালকগণকে ক্রস চেক ও এডভাইস এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় ।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। গাড়ী মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানের দাবীকৃত বিলের প্রেক্ষিতে প্রাপ্য অর্থ তাদের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরকরণ একটি প্রচলিত গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া। গাড়ীর চালক ডিডিও (আয়ন ব্যয়ন অফিসার) নয় বিধায়, মেরামতের মূল্য ড্রাইভারের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের অবকাশ নেই। এতে প্রফেশনাল ফি এর অর্থের অপচয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি/সুযোগ হয়। সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয় । মন্তব্য অনুযায়ী জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করার পর ১-০৯-২০১৫ তারিখে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়। যা ৩১-১২-২০১৪ তারিখের জবাবের অনুরূপ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আদায়পূর্বক প্রফেশনাল ফি ফান্ডে জমাদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক। মেরামতের মূল্য চালকের ব্যাংক হিসাবে স্থনান্তরের ব্যবস্থা বন্ধ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় মেরামতের মূল্য সরাসরি প্রকৃত প্রাপককে পরিশোধ করতে হবে।

অনুঃ-৭ঃ

শিরোনামঃ প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখে প্রকল্পের স্কুল ভবনের মাটি পরীক্ষা এবং প্রকল্পের আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমুহে ২.৬৫ কোটি টাকা স্থানান্তর পূর্বক সমাপনি জের শুন্য দেখানো হয়েছে।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

ক) নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, বিল/ভাউচার, ব্যাংক ষ্ট্যাটমেন্ট এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত সাত বৎসর ব্যপী চলমান জিওবি খাতের প্রকল্প "রেজিষ্টার্ড বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" এর কার্যক্রম বিগত ৩০-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির অর্থই প্রকল্পের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সহ এর সকল কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অথচ ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় উক্ত তারিখে প্রকল্পের স্কুল ভবনের মাটি পরীক্ষা বাবদ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ৪৪,৫৯,৮৭০.০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়।

প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখে স্কুল ভবনের মাটি পরীক্ষা বাবদ দেখানো এ ব্যয় কাল্পনিক ব্যয় হিসাবে গণ্য । **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৭)।**

খ) প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির অর্থই প্রকল্পের যাবতীয় আর্থিক লেনদেনসহ এর সকল কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অথচ ক্যাশবুক, বিল-ভাউচার দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে উক্ত তারিখে প্রকল্পের আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমুহে ২,২১,০০,০০০.০০ টাকা স্থানান্তর করা হয়।

জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত সাত বৎসর ব্যপী চলমান উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখে (৩০-৬-২০১৩খ্রিঃ) প্রফেশনাল ফি হতে প্রকল্পের আনুষঙ্গিক খরচ ও স্কুল ভবনের মাটি পরীক্ষা বাবদ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমুহে অর্থ স্থানান্তর পূর্বক মোট ২৬৫,৫৯,৮৭০ (৪৪,৫৯,৮৭০.০০+২,২১,০০,০০০.০০) (ক+খ) তা খরচ দেখানো হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৭- ৭/১।

অনিয়মের কারণঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখে ২,৬৫,৫৯,৮৭০.০০ টাকা খরচ দেখিয়ে সমাপনি জের শূন্য দেখানো এ ব্যয় কাল্পনিক ব্যয় হিসাবে গন্য।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ক) ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (GPSRRP), রেজিষ্টার্ড বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প(RNGPS) এর আওতায় ৪/৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। তদানুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ের মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আরডিপিপি (RDPP) তে মাটি পরীক্ষার জন্য নতুন ব্যয়ের খাত সৃষ্টি না করে এ খাত হতে খরচের সিদ্ধান্ত হয়। উপজেলা হতে বিদ্যালয় ভিত্তিক মাটি পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে এরূপ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/সম্প্রসারণ সহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ জেলা/উপজেলার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে বিদ্যালয় নির্মাণ/সম্প্রসারণসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর পূর্তকাজ বাস্তবায়নের জন্য তালিকা প্রদান করা হয়। এলজিইডি উক্ত তালিকা অর্পিত ক্রয় কার্য (Delegated Procurement) এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা (Executing Agency) হিসাবে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রয়োজনীয়তা যাচাইসহ ডিজাইন, ড্রয়িং ও প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ দরপত্র আহবান, মূল্যায়ণ ও অনুমোদনের

যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। তা ছাড়া পূর্ত কাজের টেন্ডার নোটিশ ও তা ছাড়া খরচসহ তদারকি, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ একনেকের সভার সুপারিশ মোতাবেক খরচ করা হয়ে থাকে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

ক) জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি হতে বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ/সংস্কারের জন্য সয়েল টেস্টের প্রভিশন বাদ দিয়ে এলজিইডি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সয়েল টেস্ট করতে হবে। জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত সাত বৎসর ব্যপী চলমান উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখে স্কুল ভবনের মাটি পরীক্ষা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় দেখানো হয়েছে।

খ) প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির অর্থই প্রকল্পে যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সহ এর সকল কার্যক্রমের পরিসমাপ্তি ঘোষণা।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয় । মন্তব্য অনুযায়ী জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করার পর ১-০৯-২০১৫ তারিখে আরেকটি জবাব পাওয়া যায়। যা ৩১-১২-২০১৪ তারিখের জবাবের অনুরূপ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

রেজিষ্টার্ড বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর আওতায় স্কুল ভবনের মাটি পরীক্ষা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বিল বাবদ প্রকল্পের সমাপ্তির দিন ব্যয় দেখানোর বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুঃ-৮ঃ

শিরোনামঃ পরামর্শক, প্রিন্টিং ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, গাড়ী মেরামতকারী এবং ইন্টেরিয়র প্রতিষ্ঠানের বিল হতে ভ্যাট ও আয়কর কম কর্তন করায় ৪৮.৮৫ লক্ষ টাকা সরকারের ক্ষতি।

বিবরণঃ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৭টি প্রকল্প হতে স্থানীয় ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর আইনগত ভিত্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ২০০৪-২০১৩ সনের হিসাব প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,আগারগাঁও ঢাকায় বিগত ৬-৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

ক) নিরীক্ষায় ক্যাশবুক, বিল/ভাউচার, ব্যাংক বিবরনী এবং অন্যান্য কেরর্ডপত্রাদি হতে দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক বিগত ২০১০-২০১১ এবং ২০১২- ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে প্রফেশনাল ফি হতে পিইডিপি-২ এবং পিইডিপি-৩ এর ডিপিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত নিয়োজিত পরামর্শকের সম্মানী বাবদ মোট ২,১৬,৫০,৭৫৭.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং উক্ত ২,১৬,৫০,৭৫৭.০০ টাকার মধ্যে ৪৮,৫৮,২২২.০০ টাকার ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১,৬৭,৯২,৫৩৫ টাকার ১৫% এর পরবর্তীতে ৪.৫০% কর্তন করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-২০২/আইন/২০১০/৫৫১- মুসক, তাং-১০/৬/২০১০, সাধারণ আদেশ নং ০৭/মুসক/২০১২ তারিখ-৭/৬/২০১২ এর সেবা কোড-এস০.৩২.০০ মোতাবেক পরামর্শকের বিল হতে ১,৬৭,৯২,৫৩৫ টাকা ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ মোট ২৫,১৮,৮৮০.০০ টাকা কর্তনযোগ্য ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভ্যাট বাবদ মোট ৭,৫৫,৬৬৪.০০ টাকা কর্তন করেন। এর ফলে ভ্যাট বাবদ মোট ১৭,৬৩,২১৬.০০ টাকা (২৫,১৮,৮৮০.০০-৭,৫৫,৬৬৪.০০) কম কর্তন করা হয়েছে।

বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৮(১-৪)।

খ) নিরীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, এলজিইডি কর্তৃক বিগত ২০০৫-২০০৬ হতে ২০১২- ২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে প্রফেশনাল ফি হতে বিভিন্ন ঠিকাদার/সরবরাহকারী/প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান/গাড়ী মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫,৭১,৬৮,৩৭০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর সেকশন-৫২, রুল-১৬ অনুযায়ী আয়কর বাবদ মোট ১৬,১৪,৩৩০.০০ টাকা ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আয়কর বাবদ মোট ৬,৮১,৪৭১.০০ টাকা কর্তন করেন। এর ফলে আয়কর বাবদ মোট ৯,৩২,৮৫৯.০০ (১৬,১৪,৩৩০.০০ - ৬,৮১,৪৭১.০০) টাকা কম কর্তন করা হয়েছে। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৮(৫-১৭)।**

(গ) অনুরূপভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-২০২/আইন/২০১০/৫৫১- মুসক, তাং-১০/৬/২০১০, সাধারণ আদেশ নং ০৭/মুসক/২০১২ তারিখ-৭/৬/২০১২ এর সেবা কোড-এস ০০৮.০০ মোতাবেক প্রফেশনাল ফি হতে প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত মোট ১,৬৩,১৮,৫৯৫.০০ টাকার বিল হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ মোট ২৪,৪৯,৯২৬.০০ টাকা কর্তনযোগ্য ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভ্যাট বাবদ মোট ৭,০৯,৪৪১.০০ টাকা কর্তন করেন। এর ফলে ভ্যাট বাবদ মোট ১৭,৪০,৪৮৫.০০ টাকা (২৪,৪৯,৯২৬.০০ - ৭,০৯,৪৪১.০০) কম কর্তন করা হয়েছে। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৮(১৮-২২)।**

(ঘ) একইভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-০৯/মুসক/২০১১ তাং-১২/১০/২০১১ এর সেবা কোড-এস০০২.০০এবং এস ০৫০.১০মোতাবেক প্রফেশনাল ফি হতে প্রদত্ত মোট ৪৪,৫৬,৬৭৩.০০ টাকার ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন এবং ডেকোরেশন কাজের বিল হতে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ মোট ৬,৬৮,৪৯৯.০০ টাকা কর্তনযোগ্য ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভ্যাট বাবদ মোট ২,২০,০১৪.০০ টাকা কর্তন করেন। এর ফলে ভ্যাট বাবদ মোট ৪,৪৮,৪৮৫.০০(৬,৬৮,৪৯৯.০০- ২,২০,০১৪.০০) টাকা কম কর্তন করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৮(২৩-২৩/২)।

ফলে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সর্ব মোট ৪৮,৮৫,০৪৬.০০ টাকা (১৭,৬৩,২১৬.০০+৯,৩২,৮৫৯.০০+১৭,৪০,৪৮৫.০০+ ৪,৪৮,৪৮৬) কম আদায় হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও আয়কর ও ভ্যাট নিয়মানুযায়ী কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবঃ

অনাদায়ী আয়কর ও ভ্যাট যাচাই পূর্বক আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক।

সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র জারি করা হয়। ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি জবাব পাওয়া যায় এবং ০৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে এ কার্যালয়ের মন্তব্য প্রেরণ করা হয় । মন্তব্য অনুযায়ী জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয় । কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ভ্যাট ও আয়করের অর্থ আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমাদান করে অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

তারিখ-- ১৩/০৪/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৮/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫-১৬/৬৪০০কম/এ—৭০০ বই, ২০১৬।